দৈনিক জনকণ্ঠ

JUN. 09 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৬......

১৭ বছর ধরে বেতন-ভাতা থেকে বঞ্চিত এক শিক্ষক

সুপ্রীম কোর্টের রায়ও অগ্রাহ্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, কিশোরগঞ্জ থেকে ॥ কিশোরগঞ্জ হয়রত এইউ. আলীয়া মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা সামছুল হক ১৭ বছর ধরে বেতন-ভাতা থেকে বঞ্চিত। এ অবস্থায় তিনি পরিবার-পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করেছেন। তাঁর বকেয়া বেতন ও হয়রানির ক্ষতিপূরণ মিলিয়ে ৫৮ লাখ ৫১ হাজার ৩৫ টাকা পরিশোধে আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ অনড়। এমন কি হাইকোর্টের নির্দেশেও কাজ হচ্ছে না। এদিকে তিনি দীর্ঘ আইনী লড়াই করতে গিয়ে সর্বস্ব হারিয়েছেন। স্ত্রী, ৬ পুত্র ও ৩ কন্যাকে সংসার নিয়ে তাঁর দিন কাটছে অনাহারে-অর্ধাহারে। তিনি

কিশোরগঞ্জ ॥ শিক্ষক মাওলানা সামছুল হক —জনকণ্ঠ

জানান, অর্থাভাবে নিজে শিক্ষিত হয়েও ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করতে পারলেন না। রুটি-রুজির জন্য ২ ছেলে রিক্সা চালায়। অপর ২ পুত্র হয়েছে দোকান কর্মচারী। ৩ পুত্র বিয়ের যোগ্য। মাথাগোঁজার ঠাঁই না থাকায় ওদের বিয়ে হচ্ছে না। স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় এক মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। হতভাগ্য মাওলানা সামছুল হক জানান, তিনি ১৯৬৮ সালে জুনিয়র শিক্ষক হিসাবে এইউ মাদ্রাসায় যোগ দেন। দক্ষতা ও যোগ্যতার কারণে তাঁকে '৭৮ সালের ২৭ জুন সিনিয়র শিক্ষক হিসাবে পদোন্নতি এবং ১৯৮০ সালে প্রভাষক হিসাবে সরকারী পে-স্কেল প্রদান করা হয়। কিন্তু '৮৫ সালে তাঁকে বেআইনীভাবে চাকরিচ্যুত করার নোটিস দেয়া হয়। এর পর তিনি কিশোরগঞ্জ সদর সিনিয়র জজ আদালতে মামলা করেন। আদালত তাঁকে পুনর্বহালের আদেশ প্রদান করে। এই রায় পর্যায়ক্রমে হাইকোর্ট ও সুপ্রীমকোর্টের আপীল্যাট ডিভিশনে বহাল থাকে। ইতোমধ্যে তিনি কাজে যোগদান করে যথারীতি শিক্ষকতা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ দেশের সর্বোচ্চ আদালতের আদেশ ও রায়কে অগ্রাহ্য করে মাওলানা সামছুল হককে বেতন-ভাতা দিচ্ছে না। দেখাচ্ছে নানা অজুহাত।

দীর্ঘ আইনী সংগ্রাম, দারিদ্র্য ও অনিশ্চয়তার মুখে তিনি এখন ক্লান্ত-বিপর্যস্ত। এ অবস্থায় তিনি প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ এবং মানবাধিকার সংগঠনের সাহায্য কামনা করেন।